হারানো শৈশব

BSAF

এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পাধীন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের ষান্মাসিক নিউজলেটার বর্ষ : ২, সংখ্যা : ১, জানুয়ারি-জুন ২০১৭

সম্পাদকীয়

টেরে ডেস হোমস্ নেদারল্যান্ডস এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন তিন বছর মেয়াদী প্রকল্প এ্যান্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ সফলভাবে তার প্রথম বছর (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৬) সমাপ্ত করেছে। প্রথম বছর এই প্রকল্পের পার্টনার সংখ্যা ছিল ৫, যা বর্তমানে (জানুয়ারি ২০১৭ থেকে) হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৩টি। বর্তমানে যেসব এনজিও এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হচ্ছে: উদ্দীপন, ভার্ক ও বিএসএএফ। দাতা সংস্থার পরামর্শ ও কনসোর্টিয়ামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত্রৈমাসিক নিউজলেটারটি জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ষান্মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হবে। তবে এর গুনগত মান কোন অবস্থায়ই হ্রাস পাবে না। আশা করি প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রধান প্রধান দিকসমূহ আগের মতোই নিউজলেটারটিতে স্থান পাবে যা এই নিউজলেটার প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্যও বটে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)

শিশু অধিকার পরিস্থিতি-২০১৬ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রেস কনফারেন্স

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী শিশুদের অধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন তথা শিশু সুরক্ষায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রকৃত অবস্থা, শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন/ নির্যাতন/ যৌন নির্যাতন তথা বাংলাদেশে শিশুদের সার্বিক অবস্থা বা পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবছর তথ্য উপাত্তমূলক ও বিশ্লেষণধর্মী একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে।

এ প্রেক্ষিতে বিএসএএফ ১৭ জানুয়ারি ২০১৭, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর - রুনি অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশে শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০১৬ প্রতিবেদনের উপর প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক প্রধান অতিথি এবং টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এর শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ এহসানুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারপারসন মো. এমরানুল হক চৌধুরী।

প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে ২০১৬ সালের শিশু অধিকার লংঘনের উল্লেখ্যযোগ্য দিক; হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন সহ বেশ কিছু ঘটনার পরিসংখ্যাণ এবং বিগত বছরগুলোর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আবদুছ সহিদ মাহমুদ। বাংলাদেশ শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০১৬ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন বিএসএএফ এর প্রোগ্রাম অফিসার আজমী আক্তার। গবেষণা প্রতিবেদনটি বিএসএএফ এর ওয়েবসাইট www.bsafchild.net এ পাওয়া যাবে।

গৃহ শিশুশ্রম পরিস্থিতি: এসডিজি অর্জনে করণীয় শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গৃহকর্মে শিশুশ্রম বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা। ২০০৬ সালের শিশুশ্রম জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪লক্ষ ২০হাজার। জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৭ লাখ শিশু শ্রমে নিয়োজিত রয়েছে বলে উল্লেখ করা হলেও তাদের মধ্যে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ ঘোষিত টেঁকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় সাক্ষর করে ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সব ধরণের শিশুশ্রম নিরসনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। সেই সাথে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহকর্মীদের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ অনুমোদন করেছে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এ প্রেক্ষিতে ১৬ মার্চ ২০১৭, ডেইলি স্টার ভবনের আজিমুর রহমান কনফারেন্স হলে, টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস, শাপলানীড়, সিএসআইডি ও ওয়ার্ল্ড ভিসন বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় গৃহ শিশুশ্রম পরিস্থিতি : এসডিজি অর্জনে করণীয় শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে।

উক্ত জাতীয় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. ঈস্রাফিল আলম, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. শাহজাহান মিয়া, যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারপারসন মো. এমরানুল হক চৌধুরী।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন

২০০২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও) "১২জুন" কে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ঘোষণা করার পর থেকে প্রতিবছর ১২ জুন শিশুশ্রম বিরোধী নানান কর্মসূচীর মাধ্যমে বাংলাদেশে দিবসটি জাতীয় পর্যায়ে পালন করে আসছে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম। এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় বিএসএএফ আয়োজিত ২০১৭ সালের শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল: দেশব্যাপী ১২জুনের পোস্টার ক্যাম্পেইন এবং পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০১৭ উপলক্ষে শিশু অধিকার বিষয়ক পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন এর ওরিয়েন্টেসণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় ১২জুন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) এর সদস্য সংস্থা কমিউনিটি পার্টিসিপেসন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) এর কার্যালয়ে। দিন ব্যাপী উক্ত ওরিয়েন্টেসণ কর্মসূচিতে সিপিডি এর ১৭টি শিশুকে পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন এর ব্যপারে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বিএসএএফ এর প্রোগ্রাম অফিসার হালিমা আক্তার। ওরিয়েন্টেসণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী শিশুরা দলগত আলোচনার মাধ্যমে সমাজে সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শিকার হয় এরূপ নানাবিধ সমস্যা সনাক্ত করে এবং সেগুলোর প্রতিকারের দাবি পোস্টকার্ড এর মাধ্যমে যথাপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুরা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বাকি শিশুদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং পোস্টকার্ড ক্যাম্পাইন এ অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পর্যায়ে শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরামের সভা

শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) পরিচালিত টেলিভিশন এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সমন্বয়ে জাতীয় পর্যায়ের ১২জন সাংবাদিক নিয়ে গঠিত শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরামের ২০১৭ সালের প্রথম সভা ৮ জুন ২০১৭ সেগুন বাগিচায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরামের ৭জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সভাটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের প্রোগ্রাম অফিসার আজমী আক্তার। সভায় শিশু অধিকার পরিস্থিতির ডাটা (জানুয়ারী - মে ২০১৭) উপস্থাপন এবং সামগ্রিক শিশু অধিকার পরিস্থিতির উপর আলোচনা, ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসে জাতীয় পর্যায়ে শিশুশ্রম বিষয়ক রিপোর্ট করাসহ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন ও এর সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত এনডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি জেলার ১৫টি উপজেলায় জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠনের জন্য কাজ করে

যাচ্ছে। এই কমিটি গুলো মূলত ১৫টি উপজেলায় চাইল্ড হেলপলাইন ১০৯৮ এর মাধ্যমে শিশু নির্যাতন নিরসন করা এবং শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা করবে।

এই বছর জানুয়ারি থেকে জুন এর মধ্যে বিএসএএফ তার সদস্য সংস্থার সহযোগিতায় মেহেরপুর সদর উপজেলায়, রাজশাহীর পবা উপজেলায়, পটুয়াখালী সদর উপজেলায় শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন ও প্রথম সভা আয়োজন করে। প্রতিটি বোর্ড উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে তারা নিজস্ব এলাকার শিশু পরিস্থিতি এবং সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে এবং আগামী ৩ মাসে কে কি কাজ করবেন তা আলোচনা করেন। এছাড়া জানুয়ারি থেকে জুন এর মধ্যে সাভার উপজেলায়, বাগেরহাট সদর ও সরনখোলা উপজেলায় সংশ্লিষ্ট ইউএনওএর সভাপতিতে শিশু কল্যাণ বোর্ডের ২য় সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলাকার সার্বিক শিশু পরিস্থিতিসহ কিভাবে শিশুদের সার্বিত সুরক্ষা প্রদান করা যায় এই বিষয়গুলো আলোচনা করার পাশাপাশি শিশু সুরক্ষা বিষয়ে শিশুদের অভিভাবকদের সচেতন করারও বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

বাংলাদেশে শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০১৭ (জানুয়ারি-জুন)

শিশু নির্যাতনের ধরণ	জানুয়ারি -মার্চ	এপ্রিল -জুন	মোট (জানুয়ারি -জুন)	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
ধর্ষণ	১৪৫	১৪৯	২৯৪	২.৭৬%
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত	৯২	৯১	১৮৩	-১.০৯%
হত্যা	৮৯	৬৮	১৫৭	-২৩.৬০%
পানিতে ডুবে নিহত	২৩	১১৯	১৪২	৪১৭.৩৯%
আত্মহত্যা	৩২	৬৩	৯৫	৯৬.৮৮%
নিখোঁজ	৬০	২৬	৮৬	-৫৬.৬৭%
নিখোঁজ পরবর্তী মৃত অবস্থায় পাওয়া	২৫	৯	৩৪	-৬৪.০০%
অপহরণ	৩০	৩৮	৬৮	২৬.৬৭%
অপহরণের পর উদ্ধার	১৫	২৩	৩৮	৫৩.৩৩%
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতনে আহত	১১	৩০	৪১	১৭২.৭৩%
পিতা-মাতার হাতে নিহত	১২	১২	২৪	০.০০%
পাহাড় ধসে নিহত	০	৫৫	৫৫	-

২০১৭ সালের প্রথম ৬ মাসে উল্লেখযোগ্য শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো হলোঃ হত্যা, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, বিভিন্ন দুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যু যেমনঃ (পানিতে ডুবে, সড়ক দুর্ঘটনায় এবং পাহাড় ধসে) নিখোঁজ পরবর্তী মৃত অবস্থায় পাওয়া, বাবা-মায়ের হাতে নিহত হওয়া এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিটিয়ে নির্যাতন।

২০১৭ সালের প্রথম ৬ মাসে শিশু ধর্ষণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। এই সময়কালে ২৯৪টি শিশু ধর্ষিত হয়েছে যাদের মধ্যে ৪৬টি শিশুকে গণধর্ষণ করা হয়েছে এবং ২৪টি প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এ বছর ধর্ষণের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় অধিকাংশের বয়সই ৪-৭ বছরের মধ্যে অর্থাৎ একেবারেই ছোট শিশুদের টার্গেট করা হচ্ছে।

২০১৭ সালের প্রথম ৬মাসে ৯৫টি শিশু আত্মহত্যা করে। উল্লেখ্য যে, ৬৩টি শিশু এপ্রিল- জুন এই সময়ে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যার কারণগুলো ছিল মূলতঃ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, কোন নির্দিষ্ট কিছু কিনতে চেয়ে না পাওয়া এবং বাবা মায়ের সাথে তুচ্ছ কারনে অভিমান করা।

২০১৭ সালের প্রথম ৬ মাসে ১৫৭টি শিশু হত্যা করা হয়েছে, ৬৮টি শিশু অপহরণ করা হয়েছে এবং ৮৬টি শিশু নিখোঁজ হয়েছে। যার মধ্যে ৩৪টি শিশুকে নিখোঁজ পরবর্তী সময়ে হত্যা করা হিসেবে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, ১৩টি শিশুকে অপহরণের পরে মুক্তিপণের জন্য হত্যা করা হয়েছে এবং ২৪টি শিশু বাবা-মায়ের হাতে হত্যার শিকার হয়েছে। অপহরণ হওয়া শিশুদের মধ্যে ৩৮টি শিশুকে অপহরণের পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর দ্বারা জীবিত উদ্ধার করা গিয়েছে ।

জানুয়ারী থেকে জুন এই সময়কালে সড়ক দুর্ঘটনায় এবং পানিতে ডুবে যথাক্রমে ১৮৩ এবং ১৪২টি শিশু নিহত হয়েছে। এছাড়াও ৪১টি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি/নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং ৫৫টি শিশু পাহাড় ধসে নিহত হয়েছে।

স্টেকহোল্ডার মিটিং (অবিভাবক মতবিনিময় সভা)

১১ মার্চ ২০১৭ এবং ০৯ মার্চ ২০১৭ উদ্দীপন টিভেট সেন্টারে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদ্দীপন টিভেট সেন্টারের চলমান শিক্ষার্থীদের ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে ৫টি ট্রেডের ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি, আচার আচারণ, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ, চাকুরীর ব্যাপারে অবিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ছাত্র-ছাত্রীদের চাকুরীর ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়। তাছাড়াও উক্ত সভায় শিশু সুরক্ষার বিধিবিধান ও শিশু পাচার বিষয়ক আলোচনা করা হয়।

এমপ্লয়ার্স ও কমিউনিটি সভা

২৪মে ২০১৭ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়োগদাতা এবং কমিউনিটি লিডারদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং ইন্ডাস্ট্রিতে টিভিইটি শিক্ষার্থীদের চাকুরীর বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে ও কর্ম এলাকার শিক্ষার্থী ভর্তি এবং প্রচারণার কৌশল নির্ধারণে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, উদ্দীপন টিভিইটি প্রধান ও উদ্দীপন সহকারী পরিচালক ড. এস এম শহীদুল্লাহ। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গাজী ওয়্যারস লিঃ এর প্রাক্তন এমডি, বিশিষ্ট সমাজ সেবক এস বি ই জানে আলম। এছাড়া বিভিন্ন ইন্ডাষ্ট্রি / ফ্যাক্টরীর নিয়োগদাতাগনও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় উদ্দীপন টিভিইটি কেন্দ্র, চট্টগ্রামকে সহায়তা করার জন্য ২টি খসড়া উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। একটি কমিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়োগদাতাদেরকে নিয়ে এবং আরেকটি এলাকার গন্যমান্য ব্যাক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ঈদ পরবর্তি ১৫ জুলাই/২০১৭ এর মধ্যে উক্ত কমিটি চূড়ান্ত করে এলাকা ভিত্তিক কমিউনিটি মিটিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রচারণার কাজ সম্পন্ন করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভর্তি প্রচারণা

ইলেকট্রিক্যাল, জানুয়ারী-মার্চ/১৭ এ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস এবং লেদার ট্রেডে ৬ষ্ঠ ব্যাচে ভর্তি প্রচারণা চালানো হয়। উভয় ট্রেডে ২০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। পরবর্তীতে এপ্রিল-জুন/১৭ সেশনে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডে ২০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য এলাকাভিত্তিক প্রচারণা চালানো হয়। আগামী ০৫ জুলাই ২০১৭ নির্বাচনী পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে উদ্দীপন টিভিইটি, আঞ্চলিক ও শাখা অফিসের সকল কর্মী স্ব স্ব কর্মএলাকায় ভর্তির প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইন্টার্ণশীপ

১ এপ্রিল ২০১৭ হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুয়িং গার্মেন্টস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেডের ৫ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত ইন্ডাষ্ট্রিতে ৩ মাসের ইন্টার্ণশীপের ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নে ইন্ডাস্ট্রি এবং ট্রেড অনুযায়ী ইন্টার্ণশীপের তালিকা প্রদান করা হলো

ক্রমিক	ইন্ডাস্ট্রির নাম	ট্রেডের নাম	শিক্ষার্থী
০১	উপান্তি এপারেল্স	ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার	০৩ জন
০২	ম্যাফ সুজ লিঃ	ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার	০৩ জন
০৩	অরবিট ফ্যাশান	ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার	০৭ জন
০৪	সিমন্স ফ্যাসন	ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস	০৩ জন
০৫	ম্যাফ সুজ লিঃ	ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস	০৬ জন
০৬	অরবিট ফ্যাশান	ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস	০১ জন
০৭	সেল্ফ এমপ্লয়মেন্ট	ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস	০৫ জন
	মোট		২৮জন

জব প্লেসমেন্ট

১ এপ্রিল ২০১৭ হতে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডের ৪র্থ ব্যাচের সফলভাবে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের জব প্লেসম্যান্টের জন্য নেয়া হয়েছে। নিম্নে ইন্ডাস্ট্রি এবং ট্রেড অনুযায়ী জবের তালিকা প্রদান করা হলো।

ক্রমিক	ইন্ডাস্ট্রির নাম	ট্রেডের নাম	শিক্ষার্থী
০১	ওয়েস্টার্ণ মেরিন শিপ ইয়ার্ড	ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন	১২ জন
০২	লুনা লাইট	ইলেক্ট্রনিক্স	০৭ জন
০৩	জননী আইপিএস	ইলেক্ট্রনিক্স	০৩ জন
০৪	ওমেগা ইলেক্ট্রনিক্স	ইলেক্ট্রনিক্স	০২ জন
০৫	বেস্ট আইসিটি	ইলেক্ট্রনিক্স	০১ জন
০৬	কনসোর্ট ফ্লাক্সিপ্যাক	ইলেকট্রিক্যাল	০৪ জন
০৭	শোর টু শোর	ইলেকট্রিক্যাল	০২ জন
০৮	ম্যাফ সুজ লিঃ	ইলেকট্রিক্যাল	০১ জন
০৯	ডিএসএস ষ্টিল মিলস লিঃ	ইলেকট্রিক্যাল	০১ জন
১০	গাজী ওয়্যারস লিঃ	ইলেকট্রিক্যাল	০২ জন
১১	হোসাইন এন্টারপ্রাইজ	ইলেকট্রিক্যাল	০১ জন
১২	হাউজ ওয়্যারিং	ইলেকট্রিক্যাল	০৪ জন
	মোট		৪০ জন

মূল্যায়ন পরীক্ষা

গত ২১-২৩ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ৫টি ট্রেডের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন ট্রেড তিনটির ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেড দুইটির চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। গত ১৮-২২ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৫টি ট্রেডের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন ট্রেড তিনটির চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেড

দুইটির ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।

সমন্বয় সভা

ইসিএলবি প্রকল্পের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ০২ ফেব্রুয়ারি এবং ০২মে ২০১৭ মোট দুইটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের সাথে যুক্ত কনসোর্টিয়ামের পার্টনারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস এর এহসানুল হক;

উদ্দীপন এর ড. এস. এম শহীদুল্লাহ, মো. আজাহার আলী সরকার; ভার্ক এর সুবাস চন্দ্র সাহা, প্রিয়তা খন্দকার, বাবুল মোড়ল এবং বিএসএএফ এর হালিমা আক্তার ও আজমি আক্তার। সভায় যেসব বিষয় আলোচনা হয় তা হলো:

কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ২) পিএমইজি সূচক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ৩) কর্মসূচি পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া ৪) ২০১৭ সালের ইসিএলপি বাজেট, ৫) বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ৬) প্রি-আউটকাম হারভেষ্টিং ওয়ার্কশপ ৭) ত্রৈমাসিক ও চলমান কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ৮) ইসিডির চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং ৯) বিবিধ।

পিএসসি মিটিং

ইসিএলবি প্রকল্পের নিয়মিত কার্যক্রমের অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি ও ১৫ জুন, ২০১৭ ইসিএলবির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম পিএসসির দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১ম সভাটি উদ্দীপন এর ঢাকা অফিসে এবং ২য় সভাটি ভিইআরসি, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন, এম.মাহমুদুল কবীর, কান্ট্রি ডিরেক্টর, টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস; মো. এমরানুল হক চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক ও সিইও উদ্দীপন; শেখ আবদুল হালিম, নির্বাহী পরিচালক, ও মো. ইয়াকুব হোসেন, উপ নির্বাহী পরিচালক; ভার্ক এবং আবদুছ সহিদ মাহমুদ, পরিচালক, বিএসএএফ। এছাড়াও সভায় অংশগ্রহণ করেন টিডিএইচ নেদারল্যান্ডস এর এহসানুল হক; ভার্ক এর সুবাস চন্দ্র সাহা, প্রিয়তা খন্দকার ও বাবুল মোড়ল এবং বিএসএএফ এর হালিমা আক্তার। কনসোর্টিয়াম সচিবালয় থেকে অংশগ্রহণ করেন ড.এস এম শদীদুল্লাহ, উম্মে কাউছার সুমনা এবং সাখাওয়াত হোসেন। সভায় যেসব বিষয় আলোচনা হয় তা হলোঃ ১) টিওআর পর্যালোচনা ২) পরিবীক্ষণ পরিকল্পনা ৩) আউটকাম হারভেষ্টিং ওয়ার্কশপ এবং ৪) ২০১৮ সালের পরিকল্পনা।

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)

সুবিধাবঞ্চিত, শ্রমে ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে বনভোজনের আয়োজন

এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় সাভার কর্ম এলাকার মজিদপুর ও ডগরমোরা সেন্টারের ১৪০ জন সুবিধাবঞ্চিত, শ্রমে ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে চাপাইন বাগান বাড়িতে ১৯ মার্চ, ২০১৭ এলাকার শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির উদ্যোগে এবং এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বনভোজনের আয়োজন করা হয়। শিশুদের উতসাহিত কর্‌ার জন্য এতে অংশগ্রহণ করেন উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, এলাকার অগ্রগামী শিশু পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ভার্কের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উদ্দীপনের কারিগরী সমন্বয়কারীসহ প্রকল্প সংশিষ্ট আরো অনেকে।

শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সাভার এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সাথে ভার্কের সংলাপ

১১মে ধামসোনা, ১মে পাথালিয়া ইউনিয়ন পরিষদে এবং ১৫মে সাভার পৌরসভার সভা কক্ষে এলাকার জন প্রতিনিধিদের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে ভার্কের শিশুশ্রম নিরসন কর্মসূচির সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। স্ব স্ব পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার মেয়র সংলাপে সভাপতিত্ব করেন। সংলাপে পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও মহিলা কাউন্সিলর এবং মেম্বারবৃন্দ, শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, অগ্রগামী শিশু পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ (ধামসোনায় ২৯ জন, পাথালিয়ায় ২২ জন, সাভার পৌরসভায় ৪৫ জন) উপস্থিত ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় জনপ্রতিনিধের সাথে এই সংলাপের মধ্য দিয়ে এলাকায় একটি শিশু সুরক্ষা বলয় তৈরি করা যাতে প্রতিটি শিশুই এখানে নিরাপদে থাকে, সুরক্ষিত থাকে। সংলাপের শুরুতেই প্রকল্প সম্পর্কিত ধারণা তুলে ধরা হয়। সংলাপে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ মুক্ত আলোচনায় শিশু সুরক্ষা এবং শিশু অধিকার নিয়ে সরকার ও ভার্কের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। শিশু সুরক্ষা বিষয়ে যা কিছু করণীয় তা জনপ্রতিনিধিরা ও পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ কমিটি মিলে ভার্কের সাথে একত্রে কাজ করবে এবং এ বিষয়ে তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা থাকবে। শিশুদের জন্য সামাজিক বলয় তৈরী করা সরকার ও প্রতিটি সামাজিক সংগঠনের দায়িত্ব। স্ব স্ব পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার মেয়র শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করার জন্য ভার্ক ও টিডিএইচ-নেদারল্যান্ডসকে ধন্যবাদ জানান।

শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরামের সভা

গত ১৯ এপ্রিল, ২০১৭ ভার্কের সভা কক্ষে শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরামের ষান্মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোরামের আহবায়ক মো. তায়েফুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে এই ফোরামের কার্যক্রম এবং তার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত সাংবাদিকরা বলেন, তারা তাদের কর্ম এলাকায় শিশু সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নিয়েছেন। তারা ইতোমধ্যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরী মালিকদের সাথে শিশু অধিকার নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও কোথাও

কোন শিশু নির্যতনের ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষনিক সেখানে যাওয়া এবং সেই শিশু এবং তার পরিবারকে সহায়তার জন্য শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি সহ প্রকল্পের স্টাফদের সাথে যেগাযোগ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়াও সভায় কমিটির কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয় এবং শিশু সাংবাদিক তৈরীর বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

শিশুদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা এবং তারা যেন পরবর্তীতে শিক্ষা জীবন থেকে ঝড়ে না পড়ে সেই লক্ষ্য নিয়ে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কর্মীরা সাভারে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। গত ১৭মে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে ভার্কের প্রশিক্ষণ কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাভার এলাকার ১১টি স্কুলের মোট ১২ জন শিক্ষক এবং এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এয়াড়াও সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সভাপতি রোকেয়া হক, প্রকল্পের ফোকাল পারসন সুভাষ চন্দ্র সাহা, অগ্রগামী শিশু পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেজুতি সহ অনেকে।

ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকদের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গত ১৬ মে ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকদের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকদের মোট ১৩ জন, উপজেলা অগ্রগামী শিশু পরিষদের সভাপতি এবং এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মালিকদের সাথে ত্রৈমাসিক সভা

এনএফপিই ২০টি সেন্টারের শিশুদের মালিক ও অভিভাবকদের (মোট ২৩১ জন) সাথে এপ্রিল মাসে ১০টি ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্কুলের বর্তমান অবস্থা, অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা, মাসিক মূল্যায়ণ পরীক্ষা এবং শিশুর প্রতি শাস্তি, নির্যাতন ও বৈষম্য এবং শিশু অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বার্ষিক সংবাদ সম্মেলন

গত ১৯ জুন, ২০১৭ ভার্কের সভা কক্ষে এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় বার্ষিক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের ১১ জন সাংবাদিক, উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সভাপতি, উপজেলা অগ্রগামী শিশু পরিষদের সভাপতি, এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের ২জন শিক্ষক এবং কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে প্রকল্পের অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমুহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সাভার এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধে "গণমাধ্যম" শিশু অধিকার ও সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সচেতন ও সরকার এবং নীতি নির্ধারক পর্যায়ে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করবে বলে সাংবাদিকরা প্রতিশ্রুতি দেন। যেকোন ধরনের শিশু নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে কাজ করবে। কিন্তু যদি কখনো এ ধরনের ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে

সে সম্পর্কে পুলিশ, প্রসাশন ও আমাদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে অবহিত করতে হবে যেন সবাই একসাথে কাজ করে সাভার এলাকাকে শিশু বান্ধব এলাকা হিসেবে গড়ে তুলা যায় সে লক্ষ্যে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (মনো-সামাজিক সুরক্ষা)

সুদক্ষ নাগরিকের উপর সমাজের ভবিষ্যত নির্ভর করে। আর সম্ভবনাময় সক্ষম শিশুই স্থায়িত্বশীল সমাজের চাবিকাঠি। শিশুদের মাঝে আত্মবিশ্বাস, অধ্যাবসায়, দলে কাজ করার যোগ্যতা, দ্বন্দ নিরসনে সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটার ফলে একজন শিশু সফল শিক্ষার্থী থেকে সফল নাগরিক হিসেবে বিকশিত হয় এবং সম্ভবনাময় জাতির কর্মপ্রেরণা যোগায়। শিশুর জীবন দক্ষতার উন্নয়ন ও তা তাদের জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন ও বিকাশমান চিন্তার চর্চা এবং তার প্রতিফলণ ঘটে। এই ওরিয়েন্টেশন শিশুর জীবন পরিচালনায় তাদের বিশ্বাস ও চর্চাকে শক্তিশালী করে মনো সামাজিক সুরক্ষা দিতে সাহায্য করবে।

গত ৭-২৪ মে, ২০১৭ মোট ১১টি ব্যাচের মাধ্যমে ২৭১ জন সিএলও সদস্যকে উক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল, জীবন দক্ষতা বলতে কি বুঝায়, জীবন দক্ষতার উপাদানসমূহ, জীবন দক্ষতায় শিশু অধিকার, জীবন দক্ষতায় মনো-সামাজিক সুরক্ষা কিভাবে প্রভাব ফেলে ও না বলার দক্ষতা বিষয়ে জানবে ও বলতে পারবে।

অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শিক্ষকদের প্রাক শৈশব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে শিশুর সার্বিক বিকাশ মাথায় রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পুন:বিন্যাস করা হয়নি। বইয়ের ভারে নূহ্য শিশুদের কাছে শিক্ষা এক বিরাট দানব, আনন্দের পরী উড়ে গেছে কোথায়। অথচ আমরা চেয়েছি- খেলার মাধ্যমে, গান গাইতে গাইতে একটি আনন্দঘন পরিবেশে আমাদের শিশুরা শিখবে, আবিস্কার করবে, মানুয় হওয়ার একটা শক্ত ভিত্তি তৈরি হবে। এই চেতনাকে ধারণ করে ভার্ক সর্বক্ষণই তার শিক্ষা কার্যক্রকে সাজানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। শিশুর প্রাক-শৈশব যত্ন ও বিকাশ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় আনার জন্য সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন এডভোকেসী, নিয়মিত প্রকাশনা প্রকাশ, সচেতনতা এবং সরাসরি প্রি-স্কুল পরিচালনার কাজ করে আসছে ভার্ক। এজন্য প্রকল্প এলাকা এবং এর বাইরেও বিভিন্ন সংগঠনকে প্রাক-শৈশব বিকাশ বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় গত ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ গেন্ডা ভার্ক স্কুলে অনুষ্ঠিত হয় ২ দিন ব্যাপী প্রাক শৈশব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন ২৩জন শিক্ষক ও ফিল্ড অর্গানাইজার। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল: শুদ্ধভাবে জাতীয় সঙ্গীত ও শপথ পাঠ, শরীরচর্চা, গল্প, ছড়া, কর্ণার খেলা, গণিত শিখানো, অক্ষর শিখানো, পাঠদান পরিবেশ আন্দদায়ক করার বিভিন্ন কৌশল, শিশুদের ও তাদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করার দিকনির্দেশনা এবং ইসিডি কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার পদ্ধতি বা কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান।

গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় ৫টি গৃহকর্মে নিয়োজিত স্কুলের মোট ৫৭ জন শিশুকে জীবন দক্ষতা বিষযক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে তাদের গৃহস্থালী পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সাবধানতা, ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাথ্যঅভ্যাস, ঋতুকালীন পরিচর্যা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। আনন্দপুর, তালবাগ, ব্যাংক টাউন, ডগরমোড়া ও ভাটপাড়ায় মোট ৫টি স্কুলের শিশুদের নিয়ে নিজ নিজ এলাকায় এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও এই প্রশিক্ষণে রান্নার একটি রেসিপি হাতে কলমে শেখানো হয়।

সিএলও (অগ্রগামী শিশু পরিষদ) সদস্যদের শিশু অধিকার সনদ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশণ প্রদান

শিশু অধিকার কি, নীতিমালা, গুচ্ছ ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বিষয়ক অবহিতকরণের লক্ষ্যে সিএলও (অগ্রগামী শিশু পরিষদ) সদস্যদের শিশু অধিকার সনদ বিষয়ক অর্ধবার্ষিক ওরিয়েন্টেশণ প্রদান করা হয়। ১০টি এলাকার ১০টি সিএলও গ্রুপে দিনব্যাপী এই ওরিয়েন্টেশণ প্রদান করা হয় যেখানে মোট ১৬০জন সিএলও সদস্য অংশগ্রহণ করে।

সম্পাদকীয় পরিষদ
আবদুছ সহিদ মাহমুদ, বিএসএএফ
ড. এস এম শহীদুল্লাহ, উদ্দীপন

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)
বাড়ি # ৪২/৪৩ (লেভেল # ২), রোড # ২
জনতা কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, রিং রোড, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন # (পিএবিএক্স) +৮৮-০২-৯১১৬৪৫৩, ফ্যাক্স # +৮৮-০২-৯১১০০১৭
E-mail: bsaf@bdcom.net; info@bsafchild.net Web: www.bsafchild.net

আর্থিক সহযোগিতায়
terre des hommes
stops child exploitation

UDDIPAN BSAF VERC